গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৫.২০২০- ৩৪৬ তারিখঃ ২৪.০৭.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. সৌমেন রায় (১২৯৬৫২), মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, কুমিল্লার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ...৫৮...../২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. সৌমেন রায় (১২৯৬৫২), মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, কুমিল্লা গত ২০.০৩.২০২০ খ্রি. হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি;

যেহেতু আপনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এ সংক্রান্ত তদন্তকার্যে অনুপস্থিত ছিলেন এবং ইমেইলে প্রদত্ত লিখিত জবাবে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন; এবং

যেহেতু আপনার এহেন অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়টি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।
একইসঙ্গে, আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৪.০৭.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. সৌমেন রায় (১২৯৬৫২)
মেডিকেল অফিসার
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, কুমিল্লা।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৫.২০২০- ৩৪৬/১(১১) তারিখঃ ২৪.০৭.২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)
২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৪। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৬। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)

৭। সিভিল সার্জন, কুমিল্লা

৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)

৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১০। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১১। অফিস কপি

২৪.০৯.২০২০

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

<u>অভিযোগ বিবরণী</u>

আপনি ডা. সৌমেন রায় (১২৯৬৫২), মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, কুমিল্লা গত ২০.০৩.২০২০ খ্রি. হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি;

আপনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এ সংক্রান্ত তদন্তকার্যে অনুপস্থিত ছিলেন এবং ইমেইলে প্রদত্ত লিখিত জবাবে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলাও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কর্মকান্ড দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৪.০৫.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

D:\Discipline Work 2018\DP Folder 2020\Charge Frame-2020-120.docx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৫.২০২০- ৩৪৪ তারিখঃ ২৪.০৯.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. মোঃ আবদুল্লাহ খান (৪০৩৩৯), সহকারী অধ্যাপক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; সংযুক্তঃ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ .....৬৯../২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মোঃ আবদুল্লাহ খান (৪০৩৩৯), সহকারী অধ্যাপক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; সংযুক্তঃ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী গত ০১.০২.২০১৭ খ্রি. হতে ০৮.০৮.২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট তিন বছর ছয় মাস সাত দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করেননি;

যেহেতু আপনি উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত লিখিত আবেদনে উক্তরূপ অনুপস্থিতির বিষয়টি নিজে স্বীকার করেছেন; এবং

যেহেতু আপনার অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়টি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। একইসঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

24.09.2020
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মোঃ আবদুল্লাহ খান (৪০৩৩৯)
সহকারী অধ্যাপক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং
ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সংযুক্তঃ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৫.২০২০- ৩৪৪/১ (১০) তারিখঃ ২৪.০৯..২০২০ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)
২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)

৪। অধ্যক্ষ, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী

৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৬। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)

৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)

৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৯। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১০। অফিস কপি

২৪.০৭.২০২০

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

<u>অভিযোগ বিবরণী</u>

আপনি ডা. মোঃ আবদুল্লাহ খান (৪০৩৩৯), সহকারী অধ্যাপক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; সংযুক্তঃ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী গত ০১.০২.২০১৭ খ্রি. হতে ০৮.০৮.২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট তিন বছর ছয় মাস সাত দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত লিখিত জবাবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির বিষয়টি নিজে স্বীকার করেছেন।

আপনার এহেন অননুমোদিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলাও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

24.09.2020

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৫৫.২০২০- ৩৪৫ তারিখঃ ২৪.০৯.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. মোঃ কামরুজ্জামান (১৩১৮৯৪), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি), ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ৫৯./২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মোঃ কামরুজ্জামান (১৩১৮৯৪), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি), ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা গত ২৬.০৩.২০২০ খ্রি. হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি;

যেহেতু আপনার এহেন কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে, আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৪.০৯.২০২০
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মোঃ কামরুজ্জামান (১৩১৮৯৪)
সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি)
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-রাজাপুর, ডাকঘর-ক্যালিকো কটন মিলস লিমিটেড, গাবনা সদর, পাবনা)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৫৫.২০২০- ৩৪৫/১(৯০) তারিখঃ ২৪.০৯..২০২০ খ্রি.
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)
২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৫। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা
৬। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। অফিস কপি।

২৪.০৯.২০২০

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

<u>অভিযোগ বিবরণী</u>

আপনি ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান (১৩১৮৯৪), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি), ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা গত ২৬.০৩.২০২০ খ্রি. হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলাও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কর্মকান্ড দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৪.০৯.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

D:\Discipline Work 2018\DP Folder 2020\Charge Frame-2020-118.docx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৫.২০২০- ৩৪৬ তারিখঃ ২৪.০৯.২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ ডা. ফারজানা আখতার (১১৪২২৪), মেডিকেল অফিসার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ .....৬০../২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. ফারজানা আখতার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথা বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, চট্টগ্রামের গত ২১.০১.২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১২২৩ নং স্মারকে জারিকৃত বদলি আদেশ অমান্য করে পদায়িত কর্মস্থল গন্ডামারা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বাঁশখালী, চট্টগ্রামে যোগদান করেননি;

যেহেতু আপনি ০৮.০২.২০১৮ খ্রি. হতে ২৮.১২.২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত মোট এক বছর দশ মাস বিশ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু আপনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মোহাম্মদ শামীম হাসান, এনাটমির বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. আশরাফুজ্জামান, এনাটমি বিভাগের প্রভাষক ডা. শাখাওয়াত আহমেদ নাসির এবং উক্ত কলেজের সংস্থাপন শাখার কর্মচারীদের স্বাক্ষর জাল করে বেসামরিক হিসাব পদ্ধতির অনুচ্ছেদ-৪৭ অনুযায়ী দায়িত্বভার হস্তান্তরের ভুয়া পত্র তৈরি করেছেন যা জালিয়াতি এবং ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ভুক্ত;

যেহেতু আপনি স্বহস্তে প্রস্তুতকৃত জীবনবৃত্তান্ত ও অন্যান্য কাগজপত্রে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগে প্রভাষক পদে কর্মকালের মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বিভ্রান্ত করেছেন;

যেহেতু আপনি ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত কোনো কর্মস্থলেই চাকুরিরত ছিলেন না, অথচ কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অবৈধভাবে উক্ত ২৩ (তেইশ) মাসের বেতনভাতা উত্তোলন করেছেন;

যেহেতু আপনি এ বিষয়ে স্থানীয় তদন্ত কমিটির কাছে মৌখিক ও লিখিত জবাবে বর্ণিত অপরাধের সত্যতা স্বীকার করেছেন;

যেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। একইসঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

28.09.2020
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. ফারজানা আখতার (১১৪২২৪)
মেডিকেল অফিসার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(স্থায়ী ঠিকানাঃ ডা. ফারজানা আখতার, কাশ্মীরি ভিলা, ১১৬৬ পূর্ব নাসিরাবাদ লিচুবাগান, চট্টগ্রাম)

D:\Discipline Work 2018\DP Folder 2020\Charge Frame-2020-117.doc

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৫.২০২০- ৩৪৮/১(১৪) তারিখঃ ২৪.০৭.২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)

২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)

৪। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম

৫। পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম

৬। অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম

৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৮। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)

৯। সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম

১০। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

১২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৪। অফিস কপি।

২৪.০৭.২০২০

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

D:\Discipline Work 2018\DP Folder-2020\Charge Frame-2020-117.doc

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. ফারজানা আখতার (১১৪২২৪), মেডিকেল অফিসার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথা বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, চট্টগ্রামের গত ২১.০১.২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১২২৩ নং স্মারকে জারিকৃত বদলি আদেশ অমান্য করে পদায়িত কর্মস্থল গন্ডামারা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বাঁশখালী, চট্টগ্রামে যোগদান করেননি;

আপনি ০৮.০২.২০১৮ খ্রি. হতে ২৮.১২.২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত মোট এক বছর দশ মাস বিশ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন;

আপনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মোহাম্মদ শামীম হাসান, এনাটমির বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. আশরাফুজ্জামান, এনাটমি বিভাগের প্রভাষক ডা. শাখাওয়াত আহমেদ নাসির এবং উক্ত কলেজের সংস্থাপন শাখার কর্মচারীদের স্বাক্ষর জাল করে বেসামরিক হিসাব পদ্ধতির অনুচ্ছেদ-৪৭ অনুযায়ী দায়িত্বভার হস্তান্তরের ভুয়া পত্র তৈরি করেছেন যা জালিয়াতি এবং ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ভুক্ত;

আপনি স্বহস্তে প্রস্তুতকৃত জীবনবৃত্তান্ত ও অন্যান্য কাগজপত্রে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগে প্রভাষক পদে কর্মকালের মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বিভ্রান্ত করেছেন;

আপনি ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত কোনো কর্মস্থলেই চাকুরিরত ছিলেন না, অথচ কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অবৈধভাবে উক্ত ২৩ (তেইশ) মাসের বেতনভাতা উত্তোলন করেছেন;

আপনি এ বিষয়ে স্থানীয় তদন্ত কমিটির কাছে মৌখিক ও লিখিত জবাবে বর্ণিত অপরাধের সত্যতা স্বীকার করেছেন; এবং

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আপনার এহেন কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলাও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৪.০৯.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব